অডিটের সংক্ষিপ্ত সার

অর্থ মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ এর উপর প্রণীত বার্ষিক অডিট রিপোর্ট

অর্থ বছরঃ- ২০০৩-২০০৪
(২০০১-২০০৩ আংশিক)

প্রথম খন্ড

বাংলাদেশের
কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর কার্যালয়
ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৩২ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত।

ক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১২৮(১) ও ১২৮(২) এবং কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এ্যাডিশনাল ফাংশন্স এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ২৪ নম্বর আইন-এর ধারা ৫(২) অনুযায়ী স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত অর্থ মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ এর ২০০৩-২০০৪ এবং তৎপূর্ববর্তী অর্থ বৎসরের (২০০১-২০০৩ আংশিক) হিসাবের উপর প্রণীত এই অডিট রিপোর্ট জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে সংবিধানের ১৩২ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হ'লো।

স্বাক্ষরিত
আসিফ আলী
কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল
বাংলাদেশ

তারিখঃ ৩/১২/২০০৬ইং বঃ
১৯/৮/১৪১৩বাং খ্রিঃ

খ

মহাপরিচালকের মন্তব্য

স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তরের অডিট আওতাধীন অর্থ মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ এর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ২০০৩-২০০৪ এবং তৎপূর্ববর্তী অর্থ বৎসরের (২০০১-২০০৩ আংশিক) হিসাব নমুনা যাচাইয়ের মাধ্যমে নিরীক্ষা করা হয়েছে। এ রিপোর্টে যে সকল আর্থিক অনিয়ম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তা সমগ্র লেনদেনের যে ক্ষুদ্র অংশ নিরীক্ষা করা হয়েছে তারই সামান্য প্রতিফলন মাত্র। সুতরাং এ রিপোর্টের আপত্তি ও মন্তব্য উদাহরণমূলক এবং তা কোন মতেই উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহের আর্থিক শৃংখলা মান সম্পর্কিত পূর্ণাঙ্গ চিত্র নয়।

এ রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত অনিয়মগুলি পর্যালোচনা করে প্রতীয়মান হয় যে, নিরীক্ষিত অফিসগুলির অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এবং সম্পদ সংগ্রহ ব্যবস্থাপনা পর্যাপ্ত ও কার্যকর না হওয়ার কারণে অনিয়মগুলি সংঘটিত হয়েছে। জরুরী ভিত্তিতে রিপোর্টে উল্লিখিত অনিয়মগুলি নিস্পত্তি করা আবশ্যক।

স্বাক্ষরিত

এ কে এম জসীম উদ্দিন
মহাপরিচালক
স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর

তারিখঃ .... ৮/১১/২০০৬ইং খ্রিঃ
২৪/৭/১৪১৩বাং বঃ

নির্বাহী সারসংক্ষেপ (Executive Summary)

১॥ অডিটের পটভূমি (Background of Audit) ঃ

অডিটি প্রতিষ্ঠান (Audit Unit)	ঃ	অর্থ মন্ত্রনালয়ের অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ এর অধীনস্থ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান।
অডিট বৎসর (Audited Year)	ঃ	২০০৩-২০০৪ (২০০১-২০০৩ আংশিক)
অডিটের প্রকৃতি (Type of Audit)	ঃ	বার্ষিক নিরীক্ষা
অডিট পদ্ধতি (Audit Methodology)	ঃ	ফাইন্যান্সিয়াল এন্ড কমপ্লায়েন্স (Financial & Compliance) অডিটের আওতায় নমুনা গ্রহণ পূর্বক ভাউচিং।
অডিট টীম (Number of Audit Team)	ঃ	১১টি
সার্বিক তত্ত্বাবধান	ঃ	মহাপরিচালক স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর

নিরীক্ষার উদ্দেশ্য (Objectives of Audit) ঃ

- মূল্য সংযোজন কর ও আয়কর আদায় সংক্রান্ত প্রচলিত বিধি-বিধানসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করা।
- মূল্য ঘোষণা অনুযায়ী পণ্য বিক্রয় করা হয়েছে কিনা এবং মূল্য ঘোষণা বহির্ভূত কাঁচামালের উপর রেয়াত গ্রহণ করা হয়েছে কিনা তা নিরীক্ষা করা।
- প্রাপ্যতার অতিরিক্ত রেয়াত গ্রহন করা হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করা।
- প্রকৃত উৎপাদন অপেক্ষা কম উৎপাদন প্রদর্শন করে রাজস্ব ফাঁকি দেয়া হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করা।
- আয়কর খাতে রাজস্ব বৃদ্ধির জন্য আয়কর নির্ধারণ প্রক্রিয়াসহ অন্যান্য কার্যক্রম মূল্যায়ন।
- করযোগ্য আয় সঠিকভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে কিনা তা নিরীক্ষা করা।
- আর্থিক ক্রুটি বিচ্যুতি রোধকল্পে প্রতিরোধমূলক (Preventive) এবং চিহ্নিতকরন (Detection) ব্যবস্থা পর্যালোচনা করা।

নিরীক্ষার পরিধি (Scope of Audit)ঃ

- আমদানি পর্যায়ে পরিশোধিত মূল্য সংযোজন কর, স্থানীয়ভাবে ক্রয়কৃত কাঁচামালের উপর পরিশোধিত মূল্য সংযোজন কর, মূসক আইন ও বিধি অনুযায়ী রেয়াত গ্রহণ এবং উৎপাদন পর্যায়ে প্রদেয় মূসক সঠিকভাবে নিরূপন করা হয়েছে কিনা নমূনায়নের মাধ্যমে তা যাচাই করা।
- যে সকল করদাতার আয়কর মামলা ইতোমধ্যে আয়কর নির্ধারণ/নিষ্পত্তি করা হয়েছে উক্ত মামলাগুলোর মধ্য হতে নমূনায়নের মাধ্যমে আয়কর নথিসমূহ যাচাই করা।

নিরীক্ষার পদ্ধতি (Procedure of Audit) ঃ

- বিভিন্ন নথি-পত্রাদি, ভাউচার পর্যালোচনা;
- নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানসমূহের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীর সাথে মত বিনিময়;
- লিখিত জিজ্ঞাসা পত্র ইস্যু।

নিরীক্ষা নির্ণায়ক (Audit Criteria) ঃ

- মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১
- মূল্য সংযোজন কর বিধি, ১৯৯১
- কাষ্টম এ্যাক্ট, ১৯৬৯
- এক্সাইজ এন্ড সাব এ্যাক্ট, ১৯৪৪
- আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪
- আয়কর বিধি, ১৯৮৪
- এস.আর.ও এবং সময় সময় জারীকৃত নির্বাহী আদেশসমূহ।

সীমাবদ্ধতা ঃ-

- দৈব চয়নের (Random Selection) মাধ্যমে কার্যক্রমের নথি পর্যালোচনা করা হয়েছে।

অডিট ফাইন্ডিংস (Audit Findings)

অনুঃ নং	প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	নিরীক্ষিত অর্থ বৎসর	অনিয়মের বিবরণী	জড়িত টাকার পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫
১	৩৫টি শুল্ক, আবগারি ও ভ্যাট সার্কেল	২০০২-০৪	ইট ভাটার মালিকগণের নিকট মূসক অনাদায়ি থাকায় রাজস্ব ক্ষতি।	১০,০৬,২০,০৫৪/-
২	১৫টি শুল্ক,আবগারি ও ভ্যাট সার্কেল	২০০৩-০৪	বিধি বহির্ভূতভাবে রেয়াত প্রদান করায় রাজস্ব ক্ষতি।	১,৬৪,৭৬,২৫২/১৬
৩	১০টি শুল্ক, আবগারি ও ভ্যাট সার্কেল	২০০৩-০৪	টার্নওভার কর আদায় না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি।	১৭,৫৭,৬১৬/-
৪	৩টি শুল্ক, আবগারি ও ভ্যাট সার্কেল	২০০৩-০৪	বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উপর আরোপিত জরিমানা/অর্থ দন্ড আদায় না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি।	৯২,৭৩,৯০০/-
৫	১৩টি উপ-কর কমিশনার সার্কেল	২০০১-০৪	আয়কর অনাদায়।	৮,৪৬,৪৫,১৬৮/১৭
			সর্বমোট=	২১,২৭,৭২,৯৯০/৩৩

অনিয়ম ও ক্ষতির কারণ ঃ-

- সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দুর্বল তদারকি
- বিধি-বিধান যথাযথভাবে প্রতিপালন না করা।

সুপারিশমালা (Recommendations) ঃ-

- মূল্য সংযোজন কর আইন,১৯৯১ ও সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান এবং সরকারী আদেশ/নির্দেশ প্রতিপালন নিশ্চিত করা একান্ত প্রয়োজন;
- রাজস্ব ক্ষতির বিষয়ে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ পূর্বক অর্থ আদায়ের জন্য দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক;
- রেয়াত প্রদানের ক্ষেত্রে বিধি-বিধান প্রতিপালন করা।
- মূল্য সংযোজন কর বকেয়া পরিহারের লক্ষ্যে যথাসময়ে আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

বাঃসঃমুঃ-২০০৬/০৭-২৯১১কম/এ-৭৫০বই, ২০০৬।

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেলের
২০০৩-২০০৪ (২০০১-২০০৩ আংশিক) সনের
বার্ষিক নিরীক্ষা প্রতিবেদন

(অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়)

দ্বিতীয় খন্ড

(অনুচ্ছেদভিত্তিক বিস্তারিত বিবরণী)

বাংলাদেশের
কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেলের কার্যালয়
ঢাকা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৩২ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত।

সূচীপত্র

ক্রঃ নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নম্বর
ক	কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল-এর মন্তব্য	খ
১.০	গুরুতর আর্থিক অনিয়ম ও ক্ষয় ক্ষতিসমূহ	১
২.০	অনিয়মের সংক্ষিপ্ত সারণী	৩
৩.০	অনুচ্ছেদ ভিত্তিক বিস্তারিত বিবরণী	৫-৯

খ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১২৮(১) ও ১২৮(২) এবং কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এ্যাডিশনাল ফাংশনস এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ২৪ নম্বর আইন-এর ধারা ৫(২) অনুযায়ী স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত অর্থ মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ এর ২০০৩-২০০৪ এবং তৎপূর্ববর্তী অর্থ বৎসরের (২০০১-২০০৩ আংশিক) হিসাবের উপর প্রণীত এই অডিট রিপোর্ট জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে সংবিধানের ১৩২ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হ'লো।

স্বাক্ষরিত

আসিফ আলী
কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল
বাংলাদেশ

তারিখঃ ৩/১২/২০০৬ইং বঃ
১৯/৮/১৪১৩বাং খ্রিঃ

গুরুতর আর্থিক অনিয়ম ও ক্ষয়ক্ষতিসমূহ

(ক) অনিয়মের সংক্ষিপ্ত সারণী

(খ) অনুচ্ছেদ ভিত্তিক বিস্তারিত বিবরণ

অনিয়মের সংক্ষিপ্ত সারনী

অনুঃ নং	প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	নিরীক্ষিত অর্থ বৎসর	অনিয়মের বিবরণী	জড়িত টাকার পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫
১	৩৫টি শুল্ক, আবগারি ও ভ্যাট সার্কেল	২০০২-০৪	ইট ভাটার মালিকগণের নিকট মূসক অনাদায়ি থাকায় রাজস্ব ক্ষতি।	১০,০৬,২০,০৫৪/-
২	১৫টি শুল্ক,আবগারি ও ভ্যাট সার্কেল	২০০৩-০৪	বিধি বহির্ভূতভাবে রেয়াত প্রদান করায় রাজস্ব ক্ষতি।	১,৬৪,৭৬,২৫২/১৬
৩	১০টি শুল্ক, আবগারি ও ভ্যাট সার্কেল	২০০৩-০৪	টার্নওভার কর আদায় না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি।	১৭,৫৭,৬১৬/-
৪	৩টি শুল্ক, আবগারি ও ভ্যাট সার্কেল	২০০৩-০৪	বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উপর আরোপিত জরিমানা/অর্থ দন্ড আদায় না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি।	৯২,৭৩,৯০০/-
৫	১৩টি উপ-কর কমিশনার সার্কেল	২০০১-০৪	আয়কর অনাদায়।	৮,৪৬,৪৫,১৬৮/১৭
			সর্বমোট=	২১,২৭,৭২,৯৯০/৩৩

অনুঃ নং- ১॥

শিরোনামঃ ইট ভাটার মালিকগনের নিকট মূসক বাবদ ১০,০৬,২০,০৫৪/- টাকা অনাদায়ি থাকায় রাজস্ব ক্ষতি।

বিষয়বস্তুঃ

অর্থ মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন ৩৫টি শুল্ক, আবগারি ও ভ্যাট সার্কেল দপ্তরের ২০০২-২০০৪ আর্থিক সনের হিসাব পরীক্ষামূলক নিরীক্ষাকালে সংশ্লিষ্ট অফিসসমূহের ভ্যাট/মূসক ধার্য ও আদায় রেজিষ্টার পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বিভিন্ন ইট ভাটা প্রতিষ্ঠানের নিকট মূসক বাবদ ১০,০৬,২০,০৫৪/- টাকা অনাদায়ি রয়েছে। বিস্তারিত বিবরণ ৩য় খন্ডের পরিশিষ্ট "ক" তে প্রদত্ত হলো।

ফলাফলঃ

সরকারের রাজস্ব বকেয়া থাকায় সংশ্লিষ্ট অর্থ বৎসরে উন্নয়ন কর্মসূচী কাট-ছাট করা হয় যার ফলে ঈস্কিত প্রবৃদ্ধি অর্জন বাধাগ্রস্থ হয়। এছাড়া অভ্যন্তরীণ আর্থিক শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হয়।

স্থানীয় অফিসের জবাব ঃ

এ বিষয়ে নিরীক্ষা জিজ্ঞাসার জবাবে স্থানীয় অফিস জানায় যে, " আদায়ের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে"।

অডিট মন্তব্যঃ

জবাব সন্তোষজনক নয়। কেননা সময়মত অনাদায়ি মূসক আদায় করা উচিৎ ছিল। নিরীক্ষা আপত্তি অনুযায়ী যথাযথ ব্যবস্থা গৃহীত না হওয়ায় বিষয়টি অগ্রিম অনুচ্ছেদ আকারে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বরাবরে প্রেরণ করা হয়।

- পরবর্তীতে তাগিদ পত্রও দেয়া হয়।
- কিন্তু কোন নিষ্পত্তিমূলক ব্যবস্থা গৃহীত না হওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ২৭/৬/২০০৫ তারিখের স্মারক নং- রাঃহিঃনিঃ-৫/৮৯৫৫/৩১৮ এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা সত্বেও কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

অডিট সুপারিশঃ

সংশ্লিষ্ট ৩৫টি প্রতিষ্ঠানের নিকট অনাদায়ি ১০,০৬,২০,০৫৪/- টাকা জরুরী ভিত্তিতে আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনুঃ নং- ২॥

শিরোনামঃ বিধি বহির্ভূতভাবে রেয়াত প্রদান করায় ১,৬৪,৭৬,২৫২/১৬ টাকা রাজস্ব ক্ষতি।

বিষয়বস্তুঃ

অর্থ মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন ১৫টি শুল্ক, আবগারি ও ভ্যাট সার্কেল দপ্তরের ২০০৩-২০০৪ আর্থিক সনের হিসাব নিরীক্ষাকালে সংশ্লিষ্ট অফিসসমূহের রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে বিধি বহির্ভুতভাবে রেয়াত প্রদান করায় সরকারের ১,৬৪,৭৬,২৫২/১৬ টাকা ক্ষতি হয়েছে। ইহা মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর বিধি-৯ এবং ধারা ১৯ এর পরিপন্থী। বিস্তারিত বিবরণ ৩য় খন্ডের পরিশিষ্ট "খ" তে প্রদত্ত হলো।

ফলাফলঃ

সরকারের রাজস্ব ক্ষতি।

স্থানীয় অফিসের জবাব ঃ

এ বিষয়ে নিরীক্ষা জিজ্ঞাসার জবাবে স্থানীয় অফিস জানায় যে, " আদায়ের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে"।

অডিট মন্তব্যঃ

জবাব সন্তোষজনক নয়। কেননা বিধি বহির্ভূতভাবে প্রদানকৃত রেয়াত বাতিল করে সমুদয় অর্থ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে অর্থ বৎসরের মধ্যে আদায় করা উচিৎ ছিল। এছাড়া অডিট পরবর্তী সময়েও এ বিষয়ে আর কোন অগ্রগতি অডিট অফিসকে অবহিত করা হয়নি। নিরীক্ষা আপত্তি অনুযায়ী যথাযথ ব্যবস্থা গৃহীত না হওয়ায় বিষয়টি অগ্রিম অনুচ্ছেদ আকারে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বরাবরে প্রেরণ করা হয়।

- পরবর্তীতে তাগিদ পত্রও দেয়া হয়।
- কিন্তু কোন নিষ্পত্তিমূলক ব্যবস্থা গৃহীত না হওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ২৭/৬/০৫ তারিখের স্মারক নং- রাঃহিঃনিঃ-৫/৮৯৫৫/৩১৮ এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা সত্বেও কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

অডিট সুপারিশঃ

আপত্তিতে বর্ণিত অর্থ দায়ী ব্যক্তিবর্গের/প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনুঃ নং-৩॥

শিরোনামঃ টার্ন ওভার কর আদায় না করায় সরকারের ১৭,৫৭,৬১৬/- টাকা ক্ষতি।

বিষয়বস্তুঃ

অর্থ মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন ১০টি শুল্ক, আবগারি ও ভ্যাট সার্কেল দপ্তরের ২০০৩-২০০৪ আর্থিক সনের হিসাব নিরীক্ষাকালে সংশ্লিষ্ট অফিসসমূহের টার্নওভার করের রেকর্ডপত্রাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে ১৭,৫৭,৬১৬/- টাকা টার্নওভার কর অনাদায়ি রয়েছে। বিস্তারিত বিবরণ ৩য় খন্ডের পরিশিষ্ট "গ" তে প্রদত্ত হলো।

ফলাফলঃ

সরকারের রাজস্ব বকেয়া থাকায় সংশ্লিষ্ট অর্থ বৎসরে উন্নয়ন কর্মসূচী কাট-ছাট করা হয় যার ফলে ঈপ্সিত প্রবৃদ্ধি অর্জন বাধাগ্রস্থ হয়। এছাড়া অভ্যন্তরীণ আর্থিক শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হয়।

স্থানীয় অফিসের জবাব ঃ

এ বিষয়ে নিরীক্ষা জিজ্ঞাসার জবাবে স্থানীয় অফিস জানায় যে, " আদায়ের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে"।

অডিট মন্তব্যঃ

জবাব সন্তোষজনক নয়। কেননা যথাসময়ে টার্নওভার কর আদায় করা উচিৎ ছিল। এছাড়া অডিট পরবর্তী সময়েও এ বিষয়ে আর কোন অগ্রগতি অডিট অফিসকে অবহিত করা হয়নি। নিরীক্ষা আপত্তি অনুযায়ী যথাযথ ব্যবস্থা গৃহীত না হওয়ায় বিষয়টি অগ্রিম অনুচ্ছেদ আকারে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বরাবরে প্রেরণ করা হয়।

- পরবর্তীতে তাগিদ পত্রও দেয়া হয়।
- কিন্তু কোন নিস্পত্তিমূলক ব্যবস্থা গৃহীত না হওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ২৭/৬/০৫ তারিখের স্মারক নং- রাঃহিঃনিঃ-৫/৮৯৫৫/৩১৮ এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা সত্বেও কোন নিস্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

অডিট সুপারিশঃ

আপত্তিতে বর্ণিত অর্থ দায়ী ব্যক্তিবর্গের/প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনুঃ নং-৪ ॥

শিরোনামঃ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উপর আরোপিত জরিমানা/অর্থ দন্ড আদায় না করায় সরকারের ৯২,৭৩,৯০০/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি।

বিষয়বস্তুঃ

অর্থ মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন ৩টি শুল্ক, আবগারি ও ভ্যাট সার্কেল এর ২০০৩-২০০৪ আর্থিক সনের হিসাব নিরীক্ষাকালে সংশ্লিষ্ট অফিসসমূহের ভ্যাট আরোপিত ও আদায় রেজিষ্টার পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের উপর আরোপিত জরিমানা বাবদ ৯২,৭৩,৯০০/- টাকা অনাদায়ি রয়েছে। বিস্তারিত বিবরণ ৩য় খন্ডের পরিশিষ্ট "ঘ" তে প্রদত্ত হলো।

ফলাফলঃ

সরকারের রাজস্ব ক্ষতি।

স্থানীয় অফিসের জবাব ঃ

এ বিষয়ে নিরীক্ষা জিজ্ঞাসার জবাবে স্থানীয় অফিস জানায় যে, " আদায়ের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে"।

অডিট মন্তব্যঃ

জবাব সন্তোষজনক নয়। কেননা আরোপিত অনাদায়ি জরিমানার অর্থ সময়মত আদায় করা উচিৎ ছিল। এছাড়া অডিট পরবর্তী সময়ে এ বিষয়ে আর কোন অগ্রগতি অডিট অফিসকে অবহিত করা হয়নি। নিরীক্ষা আপত্তি অনুযায়ী যথাযথ ব্যবস্থা গৃহীত না হওয়ায় বিষয়টি অগ্রিম অনুচ্ছেদ আকারে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বরাবরে প্রেরণ করা হয়।

- পরবর্তীতে তাগিদ পত্রও দেয়া হয়।
- কিন্তু কোন নিষ্পত্তিমূলক ব্যবস্থা গৃহীত না হওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ২৭/৬/০৫ তারিখের স্মারক নং- রাঃহিঃনিঃ-৫/৮৯৫৫/৩১৮ এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা সত্বেও কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

অডিট সুপারিশঃ

আপত্তিতে বর্ণিত অর্থ দায়ী ব্যক্তিবর্গের/প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনুঃ নং-৫।।

শিরোনামঃ **আয়কর বাবদ ৮,৪৬,৪৫,১৬৮/১৭ টাকা অনাদায়।**

বিষয়বস্তুঃ

অর্থ মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন ১৩টি উপ-কর কমিশনার সার্কেলের ২০০১-০৪ আর্থিক সনের হিসাব নিরীক্ষাকালে সংশ্লিষ্ট অফিসসমূহের রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বিভিন্ন করদাতাগণের নিকট ৮,৪৬,৪৫,১৬৮/১৭ টাকা অনাদায়ি রয়েছে। ইহা আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ৩৩ ধারা অনুযায়ী আদায়যোগ্য। বিস্তারিত বিবরণ ৩য় খন্ডের পরিশিষ্ট " ঙ " তে প্রদত্ত হলো।

ফলাফলঃ

সরকারের রাজস্ব বকেয়া থাকায় সংশ্লিষ্ট অর্থ বৎসরে উন্নয়ন কর্মসূচী কাট-ছাট করা হয় যার ফলে ঈপ্সিত প্রবৃদ্ধি অর্জন বাধাগ্রস্থ হয়। এছাড়া অভ্যন্তরীণ আর্থিক শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হয়।

স্থানীয় অফিসের জবাব ঃ

এ বিষয়ে নিরীক্ষা জিজ্ঞাসার জবাবে স্থানীয় অফিস জানায় যে, " আদায়ের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে"।

অডিট মন্তব্যঃ

জবাব সন্তোষজনক নয়। কেননা সময়মত অনাদায়ি আয়কর আদায় করা উচিৎ ছিল। এছাড়া অডিট পরবর্তী সময়েও এ বিষয়ে আর কোন অগ্রগতি অডিট অফিসকে অবহিত করা হয়নি। নিরীক্ষা আপত্তি অনুযায়ী যথাযথ ব্যবস্থা গৃহীত না হওয়ায় বিষয়টি অগ্রিম অনুচ্ছেদ আকারে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বরাবরে প্রেরণ করা হয়।

- পরবর্তীতে তাগিদ পত্রও দেয়া হয়।
- কিন্তু কোন নিষ্পত্তিমূলক ব্যবস্থা গৃহীত না হওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১০/৫/০৫ তারিখের স্মারক নং- ২৮৪ এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা সত্বেও কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

অডিট সুপারিশঃ

আপত্তিতে বর্ণিত অর্থ সংশ্লিষ্ট দায়ী ব্যক্তিবর্গের/প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

স্বাক্ষরিত

৮/১১/২০০৬ইং
২৪/৭/ ৪১৩বাং

(এ কে এম জসীম উদ্দিন)
মহাপরিচালক
স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর

বাঃসঃমুঃ-২০০৬/০৭-২৯১২কম/এ-৭৫০ বই, ২০০৬।